দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 8 JUL 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়ন ॥ গুরু পাপে লঘুদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার ॥ শিক্ষক তাঁর ছাত্রছাত্রীর কাছে পিতৃতুল্য গুরুজন। অর্থচ সেই শিক্ষক যখন ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন করেন তখন সামাজিক মূল্যবোধ যে ধ্বংসের সম্মুখীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে তখন সমাজের বিবেকবান মানুষ মাত্রই শঙ্কিত হতে বাধ্য। সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে "সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রী যৌন নিপীড়নের ঘটনায় সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির উদ্বেগ" শীর্ষক এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

শুধু শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী নির্যাতন নয়, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ক্যাম্পাসে ঘটছে নির্যাতনের ভয়াবহ ও ন্যক্কারজনক ঘটনা। গত ২১ এপ্রিল শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে ক্যাম্পাস থেকে অপহরণ করে দুর্বৃত্তচক্র। রাতভর অমানুষিক নির্যাতন চালানোর পর ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাকে ফেলে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।

গত ৩০ এপ্রিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক মোঃ সানোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে চার ছাত্রির ওপর শারীরিক নির্যাতন ও যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে। প্রতিবাদে পরীক্ষা বর্জনের ঘটনাও ঘটেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিন কর্তৃক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

বিশ্ববিদ্যালয়ে

(১২-এর পাতার পর)

অভিযোগের প্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে আন্দোলন চলছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে রয়েছে কোর্স বহির্ভূতভাবে ফতোয়া শিক্ষাদানের অভিযোগ। ঢাবির শিক্ষক ড. মুহাম্মদ জেহরাহ উল ইসলামের বিরুদ্ধে এক নারী শ্রমিককে মারপিটের অভিযোগ রয়েছে।

বিগত কয়েক বছরে ছাত্রীদের আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। গত ৫ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে ৩০ ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে এবং অনেক ছাত্রী আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে।

সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী আনসার বাহিনীর সদস্য ও হাসপাতালের কর্মচারী দ্বারা ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

সংবাদ সম্মেলনে সামাজিক প্রতিরোধ কমিটির পক্ষে বক্তব্য রাখেন আয়শা খানম, মাহমুদা ইসলাম, সুলতানা কামাল, রঞ্জন কর্মকার, শারমিন মুর্শিদসহ ৪৭ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রী নিপীড়নের অভিযোগ কোন নতুন বিষয় নয়। এই অভিযোগ অনেক বছর ধরেই উত্থাপিত হচ্ছে ২০০০ সালে এমনি একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাবিতে যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা ও কমিটি গঠিত হয়। সে সময় একজন শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু এরপর এই কমিটির একটিমাত্র মিটিং ছাড়া আর কোন মিটিং হয়নি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর আগে জেন্ডার নীতিমালা পেশ করা হয়েছে; কিন্তু সেই নীতিমালা এখনও গ্রহণ করা হয়নি। দেশের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা ও কমিটি থাকা প্রয়োজন বলে সম্মেলনে বক্তা মতপ্রকাশ করেন।

এ ধরনের ঘটনা ক্যাম্পাসে ঘটলে সাধারণত অভিযুক্ত শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত অথবা তিন মাসের ছুটি দেয়া হয়। এটি গুরু পাপে লঘু দণ্ড। প্রয়োজন প্রচলিত আইনে নির্যাতনকারীর বিচার এবং এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ। তবে কতিপয় অসাধু শিক্ষকের জন্য সমগ্র শিক্ষক সমাজকে অভিযুক্ত করা ঠিক নয়। নির্যাতনকারী অসাধু শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিবেকবান শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।